দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 AUG 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

১২ ঘন্টা পুলিশী অভিযান চালিয়ে জিয়া ও মুজিব হল খালি করে ভিসির উপস্থিতিতে ছাত্রদের হলে তোলা হয়েছে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ গত মঙ্গলবার রাত থেকে দীর্ঘ প্রায় ১২ ঘন্টা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া হল ও মুজিব হল শত শত পুলিশ অবরোধ করে রাখার পর গতকাল সকালে হল দু'টিতে পুলিশ ব্যাপক তল্লাশি চালিয়ে ছাত্রদের জোর করে হল থেকে বের করে দিয়ে ভিসি ও প্রক্টরের উপস্থিতিতে আবার হলে ঢোকানো হয়েছে। এ সময় কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলেও ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনারের নেতৃত্বে শতশত পুলিশের মারমুখী অবস্থান হল দু'টিতে ছাত্রদের মাঝে ভয়ানক আতংকের সৃষ্টি করে। কড়া পুলিশী ঘেরাওয়ের কারণে মঙ্গলবার রাত ১০টা থেকে গতকাল বেলা প্রায় ১১টা পর্যন্ত হল দু'টিতে কোন ছাত্র ঢুকতে বা হল থেকে বের হতে পারেনি। ভিসির উপস্থিতিতে দুপুরে পরিচয়পত্র দেখে ছাত্রদের হলে তুলে দেয়া হলেও যে বিতাড়িত ছাত্র নেতা-কর্মীদের হলে উঠানোর জন্য এ সহাবস্থান প্রক্রিয়া চালানো হয়েছে তাদের একজনও গতকাল কোন হলে উঠেনি। ফলে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৯টি হলেই এ প্রক্রিয়া চালানো হলেও বিতাড়িত কেউ এ প্রক্রিয়ায় হলে উঠতে না পারায় কার্যত তা পুরোপুরি নিষ্ফল হয়েছে।

উল্লেখ্য, ছাত্রদল কর্মী ও সাধারণ ছাত্রদের বাধার কারণে মঙ্গলবার ভিসি জিয়া হলে ঢুকতে পারেননি। এদিকে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক সভায় মঙ্গলবার জিয়া হলে ভিসি ও প্রক্টরের প্রতি যে উচ্ছৃংখল ও আক্রমণাত্মক আচরণ করা হয়েছে তার নিন্দা জানিয়ে এই ঘটনা তদন্তে ৮ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কমিটিকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। সিন্ডিকেট এ ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত দেন। সিন্ডিকেট সদস্য ব্যারিস্টার শওকত আলী খানকে আহবায়ক করে গঠিত তদন্ত কমিটির সদস্যরা হলেন ঃ সিন্ডিকেট সদস্য প্রফেসর খন্দকার বজলুল হক, প্রফেসর এটিএম জহুরুল হক, ডঃ মোঃ আবদুল আজিজ, সৈয়দ আহমদ, এডভোকেট গাজী উল হক, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর মোস্তফা চৌধুরী ও কমিটির সদস্য সচিব, প্রক্টর প্রফেসর নুরুন্নবী। সিন্ডিকেট সভায় মঙ্গলবারের ঘটনায় থানায় এজাহার দায়েরের সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। সভায় ছাত্রদের প্রতি

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি রক্ষায় মঙ্গলবারের কার্যাকলাপের পুনরাবৃত্তি না করা এবং অছাত্রসুলভ আচরণ করা থেকে বিরত থাকার আহবান জানানো হয়। এদিকে মঙ্গলবারের ঘটনায় জিয়া হলের ভারপ্রাপ্ত প্রভোস্ট প্রফেসর নূরুর রহমান খান গতকাল সকালে ভিসির কাছে একটি চিঠি পাঠিয়ে তাঁর পদত্যাগপত্র হিসেবে গ্রহণের অনুরোধ জানান। চিঠিতে তিনি বলেন, একটি সংগঠনের ছাত্ররা যাদের অধিকাংশ বহিরাগত ভিসির প্রতি উচ্ছৃঙ্খল আচরণের

১১-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

ছাত্রদের হলে তোলা হয়েছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাধ্যমে অনভিপ্রেত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে– যা অমার্জনীয়। এ ঘটনায় তিনি লজ্জা ও দুঃখ প্রকাশ করে অবাঞ্ছিত ঘটনার দায়-দায়িত্ব নিয়ে বলেন, তাঁর পক্ষে আর ভারপ্রাপ্ত প্রভোস্টের দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। সিন্ডিকেট তাঁর চিঠি নিয়ে আলোচনা করে তাকে প্রভোস্টের দায়িত্ব পালন করে যাবার অনুরোধ করে। এদিকে, পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদ ও বহিরাগত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবীতে ছাত্রদল এবং ছাত্রদলের সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে মিছিল বের করলে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। কিন্তু বৃষ্টির কারণে দু'টি মিছিল দ্রুত শেষ করা হয়। পুলিশ তল্লাশিকালে জিয়া হলের ছাদ থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৬টি ককটেল এবং মুজিব হলের ছাদ থেকে একই অবস্থায় ৩টি ককটেল ও ১টি ছোরা উদ্ধার করে। পুলিশ হলের কিছু কিছু কক্ষ ভেঙ্গে ব্যাপক তল্লাশি করে। ক্যাম্পাসে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদ এবং চিহ্নিত বহিরাগত সন্ত্রসীদের গ্রেফতারের দাবীতে ছাত্রদল আজ বেলা ১১টায় ভিসি অফিসের সামনে অবস্থান ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে।

রাতভর জিয়া ও মুজিব হল পুলিশ ঘেরাও করে রাখার পর গতকাল সকাল ৯টায় পুলিশ হল দু'টিতে ঢুকে তল্লাশি শুরু করে। তল্লাশি শেষে পুলিশ ছাত্রদের হল থেকে বের করে দেয় এবং হলের বাইরের গেট বন্ধ করে ছাত্রদের হল চত্বরে দাঁড় করিয়ে রাখে। হল কর্তৃপক্ষ তল্লাশি সম্পর্কে জানতেন না। পরে বেলা সাড়ে ১১টায় ভিসি প্রফেসর আজাদ চৌধুরী ও প্রক্টর প্রফেসর নূরুন্নবী সেখানে উপস্থিত হন। তারা হল পরিদর্শন করেন এবং তাদের উপস্থিতিতে পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে ছাত্রদের হলে উঠানো হয়। এ সময় বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন থাকে। পরে ছাত্রদল কর্মীরা হল দু'টি থেকে মিছিল নিয়ে মধুর ক্যান্টিনে যায়। পরে ছাত্রদল ক্যাম্পাসে মিছিল বের করলে পুলিশ সামনে-পিছে মিছিল ঘিরে রাখে। ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি ছিল কম।